শুকতারা

6-7-40

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিমিটেডের

সামাজিক চিত্রার্ঘ্য

নিরঞ্জন পালের লেখনী-প্রসূত

শুকতারা

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিমিটেড
কলিকাতা

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

গ্রাম : রূপবাণী : ফোন : বি, বি, ১১৩ :: ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

পর্দ্দার উপরে

কামাখ্যা	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
সুধীন	...	শৈলেন পাল
সুধীন (ছোট)	...	সত্যপ্রিয় গাঙ্গুলী
মথুর	...	সন্তোষ সিংহ
গোব্‌রা	...	বোকেন চট্টো
মিঃ চৌধুরী	...	জিতেন গাঙ্গুলী
বরেণ	...	দেবী মুখার্জ্জি
বিষ্ণু ঘটক	...	ফণি রায়
ভবেশ	...	সুধীর মিত্র
সমর	...	পূর্ণ চৌধুরী
বিমল	...	জ্ঞান ভট্টাচার্য্য
হারাধন	...	জিতেন গোস্বামী
অন্নপূর্ণা	...	চন্দ্রাবতী
শোভনা	...	প্রতিমা দাশগুপ্তা
আরতি	...	চিত্রা দেবী
আরতি (ছোট)	...	বাসন্তী মুখার্জ্জি
সুলেখা	...	লাবণ্য দাস
সুলেখা (ছোট)	...	গৌরী মুখার্জ্জি
মিসেস্ চৌধুরী	...	রমা ব্যানার্জ্জি
মনোরমা	...	রেবা বসু
মাসিমা	...	নন্দিতা দেবী
রমলা	...	মঞ্জু বসু

— অন্যান্য ভূমিকায় —

কুঞ্জ সেন,	অমূল্য হালদার
জীবন চ্যাটার্জ্জি,	অমূল্য চক্রবর্ত্তী
উমা ভাদুড়ী,	অমূল্য ব্যানার্জ্জি
রজার্স	রমণী ঘোষ
ডলি জোন্স	কমলাবালা

পর্দ্দার অন্তরালে

প্রযোজক	...	উমানাথ গাঙ্গুলী
পরিচালক	...	নিরঞ্জন পাল
চিত্র-শিল্পী	...	বিদ্যাপতি ঘোষ
শব্দধর	...	জগদীশ বসু
সুর শিল্পী	...	দুর্গা সেন
সংলাপ ও সঙ্গীত	...	শৈলেন রায়
		বিজয় গুপ্ত
রাসায়নিক	...	শৈলেন ঘোষাল
চিত্র-সম্পাদক	...	সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশক	...	সত্যেন রায়চৌধুরী
স্থির-চিত্রী	...	সুবোধ দত্ত
রূপ-শিল্পী	...	জিতেন গোস্বামী
তড়িৎ-নিয়ন্ত্রক	...	ধীরেন চ্যাটার্জ্জি
প্রচার-শিল্পী	...	বিশ্ব রায় চৌধুরী

— সহকারিগণ —

পরিচালনায় : অমূল্য ব্যানার্জ্জি, উমা ভাদুড়ী।
ধারারক্ষায় : : : নারায়ণ ঘোষাল।
আলোক-চিত্রে : সুশান্ত মৈত্র, মন্টু পাল, সুধীর ঘোষ।
শব্দযন্ত্রে : কল্যাণ সেন, গোবিন মল্লিক, অমিয় মজুমদার, হরিপদ ব্যানার্জ্জি।
সঙ্গীতে : রবি চ্যাটার্জ্জি, হেমেন মল্লিক।
চিত্র-সম্পাদনায় : সৌরেন দাঁ, কালী সাহা।
স্থির-চিত্রে : : : : কমল মুখার্জ্জি।
রূপ-শিল্পে : : : : কর্ণ চক্রবর্ত্তী।
রসায়নাগারে : ধীরেন, শৈলেন, জীবন, নিরঞ্জন, সত্য, নরেশ, ভোলা, তীর্থ।
ব্যবস্থাপনায় : : অনাদি ব্যানার্জ্জি, ভানু ভট্টাচার্য্য, ধীরেন ব্যানার্জ্জি।
প্রচার-শিল্পে : : : : রমণী ঘোষ।

[redacted]

কামাখ্যা কবিরাজ ও মথুর হাকিম দুজনে বাল্যবন্ধু। ইচ্ছা ছিল, কামাখ্যার ছেলে সুধীনের সহিত মথুরের মেয়ে আরতির বিবাহ দিয়া ভবিষ্যতে এই বন্ধুত্বের কাহিনীর একটা নিদর্শণ রাখিয়া যাইবেন।

সুধান ও আরতি······ইহারাও ছেলেবেলা হইতে সেই বিশ্বাস লইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে—বরবধূ সাজিয়া ছেলেখেলা করিয়াছে—মনে মনে গড়িয়াছে কল্পনার অমরাবতী।

কিন্তু, হঠাৎ একটা তুচ্ছ কথা লইয়া কামাখ্যা ও মথুরের মধ্যে মনোমালিণ্যের সূত্রপাত হইল।

বি-এ পাশ করিবার পর কথা হইতেছিল ষ্টেট্ স্কলারশিপ লইয়া সুধীন বিলাতে আই-সি-এস্ পড়িতে যাইবে। কথাটা জনান্তিকে মথুরের কানে পৌছিল। বিলাত যাওয়াটা মথুরের পছন্দ নয়; সুতরাং তিনি আসিয়া বলিলেন,—"বুঝলে কব্‌রেজ, বিলেত গেলে ছেলে তোমার অচ্যুত চাটুজ্যের মত 'এ, চ্যাটারসন্' হয়ে আসবে।"

কামাখ্যা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন,—"ভুলে যাচ্ছ মথুর, সে আমার ছেলে। মথুর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—বুঝলে কব্‌রেজ, এ বয়সে দেখলাম অনেক—আমার আর চিন্‌তে বাকী নেই।"

তাঁহার পুত্রের উপর মথুরের অশ্রদ্ধা ভাঙ্গিয়া দিবার জিদ্ কামাখ্যার বাড়িয়া গেল। তাঁহার শিক্ষা যে কত সুদৃঢ়, তাঁহার বিশ্বাস যে কত অবিচল, তাহারই প্রমাণ হইয়া যাক। কামাখ্যা কবিরাজ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া পারেন, সুধীনকে তিনি বিলাত পাঠাইবেন।

ষ্টেট্ স্কলারশিপের সময় তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ, বিলাত পাঠাইতে

হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অনন্যোপায় হইয়া, পৈতৃক বসতবাটী বিক্রয় করিয়া তিনি ছেলেকে বিলাত পাঠাইলেন।

যাইবার পূর্ব্বে আরতির সহিত সুধীনের দেখা হইল না। পিতায় পিতায় মনোমালিন্যের দুস্তর ব্যবধান উভয়কে একবার চোখের দেখাও দেখিতে দিল না। কে জানে, কল্পনায় যে অমরাবতী তাহারা দুজনে গড়িয়াছিল, কোনদিন তাহা বাস্তবে পরিণত হইবে কি না!

শোভনা……স্যার দিগম্বরের একমাত্র কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর আসিয়াছে লণ্ডনে……নার্সিং শিখিতে দেশের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছায়। বিদেশে অভিভাবক হিসাবে আসিয়াছেন, সম্পর্কীয়া ভগিনী ও তাঁহার স্বামী মিঃ চৌধুরী।

লণ্ডনে সুধীনের সহিত পরিচয় হইল শোভনার। অপরিচিতের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দু'জনের মধ্যে সম্প্রীতি ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া ওঠে।

মাঝে মাঝে আরতিকে সুধীনের মনে পড়ে……বিদায়ের পূর্ব্বে একবার দেখা পর্য্যন্ত হয় নাই।……আরতি……মাটির 'প্রদীপের দীপ্তির মত স্নিগ্ধ-শীতল তাহার রূপ……নিঃস্বার্থ তাহার ভালবাসা। মনে পড়ে, বাল্যকালে বরবধূ সাজিয়া ছেলেখেলা……আমবাগানে লুকোচুরি……কদমতলায় বসিয়া মান-অভিমানের পালা।

এমনি করিয়া পুরাতণ স্মৃতি আর বর্ত্তমান আনন্দের মাঝে লণ্ডনে তাহাদের দিনগুলি আনন্দমুখর হইয়া ওঠে।

দরিদ্র পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থ যাহাতে অপব্যয় না হয়, তাহারই জন্য সুধীন দিন-রাত পড়িতে থাকে। ফলে হয়, "ব্রেন ফিভার"। স্নেহে-সৌজন্যে……সেবায়-যত্নে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের মত শোভনা আসিয়া তারপর রোগ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়ায়। সেবাই নারীর ধর্ম্ম।……এই সেবার অন্তরাল হইতে অকস্মাৎ শোভনার মনে উঁকি দেয় অনুরাগ!

পৈতৃকবাটী বিক্রয় করিয়া ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়া কামাখ্যা গিয়া উঠিলেন, একটি সঙ্কীর্ণ কুঁড়ে-ঘরে। ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। তিনি নিজে যাহাকে সত্য বলিয়া জানেন, দৃঢ়বিশ্বাস করেন, তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জগতের সমস্ত বিপদের বিরুদ্ধে বুক পাতিয়া দিতে প্রস্তুত। কামাখ্যার স্ত্রী অন্নপূর্ণাও তাই—তিনি স্বামীর অনুগামিনী। কোনদিন কোন কথায় তিনি স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই, করিতে জানেনও না। এত দুঃখ কষ্টেও কামাখ্যা অবিচল, অটল। তিনি মথুরকে

প্রমাণ করাইয়া দিবেন—তাঁহার ছেলে সাহেব হয় না, কামাখ্যা কবিরাজের শিক্ষা ভিত্তিহীন নয় !

সেদিন কবে আসিবে……তাহারই অপেক্ষায়, সেই আনন্দেই তিনি বিভোর !

শোভনার দিদি খুব বুদ্ধিমতী। শোভনা যে সুধীনের প্রতি অনুরক্ত, এটুকু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অগোচর রহিল না। পাত্র হিসাবে সুধীনও বাঞ্ছনীয়। সুতরাং, কথাটা একদিন তিনি সুধীনের কাছে পাড়িলেন।

বিবাহ !……সুধীন চম্‌কাইয়া উঠিল। এ কেমন করিয়া সম্ভব। দেশে আরতি তাহারই পথ চাহিয়া আছে।……কত আশা দু'জনে মিলিয়া একদিন ঘর বাঁধিবে। তাহা ছাড়া, শোভনাকে সে শ্রদ্ধা করে……। শ্রদ্ধা আর ভালবাসা !

এ বিবাহে সুধীন কিছুতেই রাজী হইতে পারিল না।

এদিকে লণ্ডনের বন্ধুমহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে সুধীন-শোভনাকে লইয়া। চায়ের দোকানে, অবসর সময়ে, ওই এক কথা—"শোভনা দেবীর ভাগ্যের চাকা তা'হলে সুধীনই ঘোরাবে।"

শোভনার দিদি সুধীনকে খুব শোনাইয়া দিলেন, বুঝাইয়া দিলেন—এ কলঙ্ক তাহারই জন্য……শুধু তাহারই জন্য, একটি নারী, জীবনের সমস্ত সম্বল হারাইল।

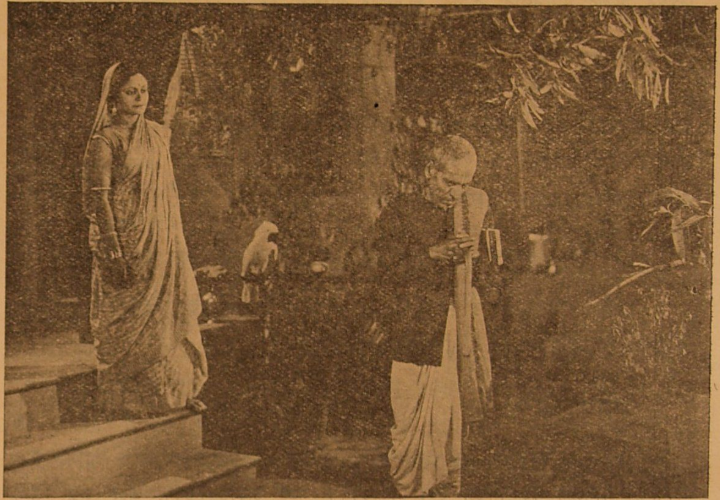

অনুতপ্ত সুধীন শুধু ভাবিতে লাগিল, একি করিল সে! যে তাহাকে জীবন-দান করিল, সেবায়-যত্নে, স্নেহে-সামর্থ্যে এমন করিয়া বাঁচাইয়া তুলিল, প্রতিদানে তাহারই ললাটে সে এই দুরপনেয় কলঙ্ক লেপিয়া দিল ? এর কি কোন উপায় নাই ?

এই নিদারুণ দুশ্চিন্তা লইয়া সুধীন পরীক্ষা দিতে গেল।

দারিদ্র্য কামাখ্যাকে কঠিনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে, তবু তাঁহার আশা, সত্য একদিন প্রতিষ্ঠিত হইবে। আই-সি-এস্ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া যেদিন সুধীন দেশে ফিরিবে।

অবশেষে একদিন পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, সুধীন পাশ করিতে পারে নাই। ছাপার অক্ষরে দেখিয়াও কামাখ্যার বিশ্বাস হয় না। তাহার ছেলে, যে আজ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নাই, সে ফেল হইবে ?……হায়রে পিতৃস্নেহ !

দিন কতক পরে সুধীন বরেণকে একখানি চিঠি দিল, সে চিঠিতে সে সমস্ত কথা লিখিয়াছে। লিখিয়াছে, কলঙ্ক হইতে বাঁচাইবার জন্য সে স্যার দিগম্বরের একমাত্র কন্যা শোভনা দেবীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর কিছু না হোক, স্যার

দিগম্বর মিলের ম্যানেজারী করিয়া সংসারের দারিদ্র্য হইতে বাপ-মাকে সে বাঁচাইতে পারিবে।

সমস্ত সংবাদটা বরেণ কামাখ্যাকে খুলিয়া বলিল না—শুধু দেশে ফেরার সংবাদটা দিল। সুধীন দেশে ফিরিতেছে, খবরটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেলে—আরতিও শুনিল। আনন্দে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়ে। তবে, ভগবান বুঝি এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, সৎমার পীড়ন হইতে এইবার বুঝি সে নিস্তার পাইবে।

সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া কামাখ্যা বিহ্বল-চিত্তে সুধীনকে আনিবার জন্য ডকে গেলেন।

সুধীন জাহাজ হইতে নামিতেছে……কামাখ্যা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বোধ করি সুধীনকে বুকে জড়াইয়া ধরিবেন ঠিক করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ কি!

চোখা-চোখি হইল, দেখিতে পাইল……অথচ ছেলে তাহার কাছে আসিল না? কামাখ্যা পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন। এই তাহার ছেলে, এরই জন্য তিনি এত করিয়াছেন!

তবু স্নেহ-প্রবণ পিতা, ছেলের নামে কেহ কিছু বলে এই ভয়ে নানান মিথ্যা কথায় সমস্ত ঘটনাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু……মিথ্যা কখনও চাপা থাকে না। পরদিন খবরের কাগজে শোভনার ও সুধীনের যুগল ফটো বাহির হইল। সুধীনের বিবাহের খবরটা শুনিল সবাই।

আরতিরও কানে এ খবর পৌঁছাইতে বিলম্ব হইল না। সৎমা ও বিষ্ণুঘটকের চক্রান্তে, তখন কতকটা হয়ত, সুধীনের ওপর অভিমান করিয়া আর কতকটা দায়ে পড়িয়া এক বাহাত্তুরে বুড়োর সহিত বিবাহ করিতে রাজী হয়। কিন্তু শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত যে মুখখানি তাহার মনোমন্দিরে বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে—তাহাকে সে কেমন করিয়া ভুলিবে! তাই সম্প্রদানের প্রাক্কালে সে সম্বিৎহারা হইয়া উঠিয়া—বিবাহ আসর ত্যাগ করিল। মথুর কন্যার এই আচরণ বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তাহাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন—এ বাড়ীতে আর তাহার স্থান নাই। পিতৃভক্ত কন্যা……জনম দুঃখিনী আরতি……সকলের চোখে ধূলি দিয়া, পিতার সম্মান ও কথার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য, সেই অন্ধকার রাত্রিতে খিড়কির পুকুরে গিয়া আত্মহত্যা করিল। এ কাজ হিন্দু-নারীর পক্ষেই সম্ভব—কোন দেশের, কোন জাতির নারীই এ কাজ করিতে পারে না!

কামাখ্যা পাগল হইয়া উঠিলেন।…… সুধীনের যাহা কিছু স্মৃতিচিহ্ন ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া আগুণ ধরাইয়া দিলেন। সব ভস্মসাৎ হইয়া যাক, কোনদিন কোন সূত্রে যেন তাহার কথা মনে না আসে। অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিলেন। সুধীনের অন্নপ্রাশনের রাঙা চেলিটি বাঁচাইতে গিয়া আগুণের হল্কা লাগিয়া তাহার চোখ দুইটি অন্ধ হইয়া গেল।

পিতামাতার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সুধীন অসুস্থ হইয়া পড়িল। খবর গেল কামাখ্যার কাছে। কিন্তু কামাখ্যা পাষাণ। খবর শুনিয়া বরেণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে শোভনার মনেও অন্তর্দ্দাহের আগুণ জলিয়া উঠিল। সে ভাবে, একি স্বার্থপরের মত কাজ সে করিয়াছে। নারী হইয়া আর একটি নারীর জীবন সে কেমন করিয়া ব্যর্থ করিল। কিন্তু ইহাতে তাহার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়! আর যদিইবা

তাহাই হয়, তাহার জন্য ত সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত……কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ফলভোগ করিবে কে ?

অন্ধকার……সমস্ত পৃথিবী ঘিরিয়া কেবল কালো আর কালো—আলোর রেশ মাত্র নাই। চিকিৎসা চলিতেছে, চোখে বাণ্ডেজ বাঁধিয়া অন্নপূর্ণা বিছানায় পড়িয়া আছেন। আর তাঁহার কোন আশা নাই, শুধু একটি আশা—একবার সুধীনকে শেষ দেখা দেখিবেন। স্বামীকে বলিতে ভয় হয়, তবুও না বলিয়া উপায় নাই। একদিন কথাটা তিনি কামাখ্যাকে বলিয়া ফেলিলেন।

অন্নপূর্ণা……এই অসুস্থ শরীরে কি করিয়া বিমুখ করা যায় তাহাকে। ভাবিয়া ভাবিয়া সমস্ত দিন তিনি পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে, এক প্রবঞ্চনার বুদ্ধি তাহার মাথায় জাগিল। এ সময়ে তাহা ভিন্ন আর উপায় কি ! ছেলেকে তিনি ক্ষমা করিবেন না।

অন্নপূর্ণাকে ঠকাইবার জন্য, একটি ছেলেকে সুধীন সাজাইয়া অন্নপূর্ণার কাছে আনিয়া দিলেন। মাতৃস্নেহ বোধ হয় দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন……গায়ে হাত দিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন—"না, না, এত' সুধীন নয় !"

ঠিক সেই সময় সুধীন আসিয়া ডাকিল—"মা"।

পাড়ার লোক কামাখ্যার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই খবরটা সুধীনের কাছে পাঠাইয়াছে।

"ওই যে সেই স্বর, ডাক আর একবার ডাক" বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণা চোখ হইতে ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিলেন ! দেখা গেল, অন্নপূর্ণা দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

প্রসারিত দুইটি হাত দিয়া গভীরভাবে জড়াইয়া ধরিয়া মাতৃহৃদয় বিগলিত হইয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল—"পেয়েছি পেয়েছি……ওরে পেয়েছি।"

তারপর এই ঘটনার যবনিকা পড়িল কোথায়—মিলনে না বিরহে ! তাহা "শুকতারা"-র মত প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে রূপালী পর্দ্দায়।

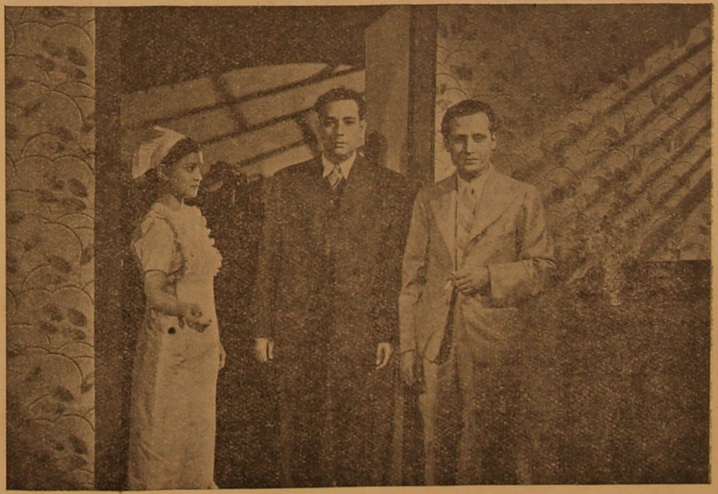

—এক—

অন্নপূর্ণা

ঘুমের কাজল চাঁদের চোখে ছায়রে !
বয়ন করি স্বপন জরি স্বপন পরী গায়রে !
একটি শুধু মায়ের চুমায়,
মাণিক আমার এমনি ঘুমায়,
চাঁদ কপালে টিপ দিয়ে যা
চাঁদমামা আয় আয়রে !
খোকন আমার মস্ত বড় বীর !
ঘুম-সায়রে দেয়রে পাড়ি
ধরবে বলে তীর !
কোন অজান দেশের তীর ?
সেই ঘুমের দেশের তীর ?
নাই বা রে তার পক্ষীরাজ, নাই বা রে তার ডানা—
ঘরে আছে ধলায় কালায় চারটে ছাগলছানা।
ঘুমের দেশে নিঝুম গাঁয়ে, তেপান্তরের মাঠে—
বেসাত করে খোকন সোনা স্বপন পরীর হাটে !
নিদমহলে খোকন সোনা যায়রে !
ঘুমের কাজল চোখের কোলে ছায়রে !!

—শৈলেন রায়

—দুই—

রেডিও গীত ঃ

চাঁদের আলো আধেক রাতে,
পড়ল এসে আঙ্গিনাতে,
এখন যেও না কো।
(আমার এই কথাটি রাখো) ॥
মদির আঁখি আঁখির পরে,
রাখো প্রিয় ক্ষণেক তরে,
তেমনি করে ঘুমের পানে,
বারেক চেয়ে থাকো।
(আমার এই কথাটি রাখো) ॥
শুক্‌নো মালা স্রোতের টানে
ফিরবে নাকি কূলের পানে
তেমনি করে নাম ধরে আজ
আবার মোরে ডাকো।
(আমার এই কথাটি রাখো) ॥

—বিজয় গুপ্ত

—তিন—

রেডিও গীত ঃ

সুরের আকাশে গানের বিরহ বাণী,
বাঁধন ছেঁড়ারে বাঁধিবে স্বপনে জানি !
ঝরা মালতীর ঝরা আঁখি জলে,
ভীরু প্রদীপের আঁখির অনলে,
হারাণো-জনের বিরহে কাঁদিছে
গোপন মিনতিখানি !
বাঁধন ছেঁড়ারে বাঁধিবে স্বপনে জানি।
কার প্রেম-ধূপ পুড়িল বিরহানলে,
স্মৃতির-মুকুতা কাঁদিছে সে কোন
সাগরতলে !
পলাতকা জনে ফেরাতে কে হায়,
অদেখার তীরে ডাকে ? "আয় আয় !"
নীড়হারা জনে নীড়ের স্বপন
দিলরে আনি ॥

—শৈলেন রায়

—চার—

শোভনা ঃ

নয়নে আমার বিরহ অশ্রু আনো,
বেদনা বিজুরী মনের আকাশে হানো !
তোমারই বিরহ সাধি—
আলোক হ'য়েছে আঁধি—
বেদনার বনে ঝরে কত ফুল
সে কথা কি জানো ?
জানি প্রিয়তম ! মরুতে মেঘের ছায়া,
আকাশ কুসুমে রচে গো ভুলের মায়া !
তবু গো মনের ভুলে,
চেয়ে থাকি আশা-কূলে,
এ কোন মায়ায় নিয়ত আমারে টানো !

—শৈলেন রায়

—পাঁচ—

আরতি ঃ

মন পবনের পক্ষিরাজের ডানায় চ'ড়ে,
আকাশ ছোঁয়া সোনার পাহাড়—
রূপনগরের রূপার পাহাড়—

ডিঙ্গিয়ে আসে রাজার কুমার,
রাঙা মাটীর সোনার ধূলি তাইতো ওড়ে !
রাজার কুমার এলই বলে, পক্ষীরাজের ডানায় চড়ে !
সবুজ ঘাসে কাঁচা সোণার জল,
তেপান্তরের মাঠটি ঝলমল,
তারই বুকে সাত-রাঙা রথ—
প্রজাপতির পাখার মত নিশান ওড়ে !
রাজার কুমার এলই বলে, সাত-রাঙা সেই রথটি চ'ড়ে !
(কার জন্যে জানিস্ ?……আমার জন্যে)
ফুলের দেশের রাজকন্যা, বরণমালা মনের ফুলে গাঁথে ;
রূপকুমারের গলায় সে যে পরিয়ে দেবে
তাই না আপন হাতে।
শুনিস্ নাকি আগমনীর বাঁশী,
ফুটিয়ে তোলে আমার ফুলের হাসি,
রাজার কুমার এলই বলে, চপল হাওয়ার পাখায় চ'ড়ে।

—শৈলেন রায়

—ছয়—

গাড়োয়ান ঃ

আমার তরী খানি,
ফির্‌বে না আর জানি।
তবু আশা কোন কালে,
হাওয়া যদি লাগে পালে,
কূলের মায়া আনে যদি
ঘরের পানে টানি '—

হয়তো তখন চুকিয়ে দেব
এসব লেনা-দেনা
থাক্‌বে না কোন মায়ার বাঁধন,
কোন বেচা-কেনা—
হয়তো সেদিন কেহ মোরে,
বাঁধবে না আর বাহুর ডোরে
বারে বারে পিছন হ'তে
দেবে না হাতছানি।

—বিজয় গুপ্ত

—সাত—

আরতি ঃ

যেদিন জীবনে এল চাঁদের তিথি,
সময় হ'ল না তব ওগো অতিথি।
ফুলের জীবন সম,
ক্ষণিকের আশা মম,
ঝরে যাবে রবে শুধু আশার স্মৃতি ॥
আমার বাগানে কত
ফুটিল হেনা,
দখিন পবন এল
তুমি তো এলে না।
দুয়ারে পাতিয়া কান
নিশি হলো অবসান
বিফলে রচিনু শুধু প্রেমের গীতি

—বিজয় গুপ্ত

—আট—

বাউল ঃ

কার তরেই তুই কেঁদে মরিস
কে সে আপন জন।
সোণার হরিণ ধরার আশে
কেন রে প্রাণপণ ॥
মিথ্যে আশার জাল বুনে,
আশায় আশায় দিন গুণে
ভাবিস্ খালি আস্বে ফিরে,
ভালবাসার ধন!
আশা যেদিন ফুরিয়ে যাবে
রবে না আর বাকী,
চোখ চেয়ে ভাই দেখ্‌বি তখন
সবই কেবল ফাঁকি।
বৃথা কাজে বিফলে হায়!
দিন কেটেছে মিছে মায়ায়,
(ওরে) রাখ্‌লি যারে মণি-কোঠায়।
সে নহে কাঞ্চন ॥

—বিজয় গুপ্ত

—নয়—

রেডিও গীত ঃ

বাঁকা পথ গেছে রাঙ্গায়ে
পথের ধূলি,
তারই পরে ঝরে স্মৃতির কদমগুলি
চলে যাওয়া সেই চরণ চিহ্ন—
আজও ঢাকে নাই বনানীর তৃণ,
ছল ছল চোখে আজও কাঁদে সেই
বিদায়ের গোধূলি !!
তোমারই যে গান আজও গায়
মেঠো বাঁশী!
আজও মনে পড়ে পুরাণো দিনের হাসি!
মন দেয়া-নেয়া খেলাঘরে হায়,
বিরহ তোমার কাঁদিয়া কাঁদায়,
ভালবাসা সে তো জলে লেখা জানি,
(তবু) স্মৃতিরে কেমনে ভুলি?

—শৈলেন রায়

—দশ—

কাঁদে ঝরা ফুল হায়, হারাণো দিনের লাগি!
স্মরণ বনের ছায়, কাঁটা যে রহিল জাগি!
সুরভির শিখা জ্বালি,
সে শুধু হলোরে কালি,
প্রেমের সমাধি তীরে, কাঁদে যে বিরহী পাখী।

কাঁদে একা শুকতারা, সে যেন রে নিবেদিতা!
নয়নে শিশির ধারা, হারায়ে মনের মিতা!
সে যেন রে বঞ্চিতা,
(যেন) অশোক বনের সীতা,
সাগর শুখায়ে যাবে, শুখাবে না তার আঁখি ॥

—শৈলেন রায়

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিমিটেডএর প্রচার-সচীব বিশ্ববন্ধু রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

প্রাইমা ফিল্মস্ কর্ত্তৃক এই
প্রোগ্রাম-পুস্তিকাখানির
সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

ফিল্ম প্রোডিউসার্স
লিমিটেডএর
প্রচার-সচীব
বিশ্বাবসু রায় চৌধুরী
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

PRINTED AT THE E. T. F. & O. P. W. LTD.,
18, BRINDABUN BYSACK STREET, CALCUTTA.